আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে বেলগাছি গ্রামে ইমাদুল নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন।

গতকাল রবিবার দুপুরে গ্রামের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

নিহত ইমাদুল বেলগাছি গ্রামের সাহজাহানের ছেলে। তিনি বেলগাছি গ্রামের নুহু নবীর পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতেন।

জানা গেছে, ইমাদুল প্রতিদিনের ন্যায় তার কর্মস্থান পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান। এ সময় বিদ্যুতের সুইসবোর্ডের প্লাগে একটি তার ঢোকাতে গেলে পুরো ফার্মে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। তার শরীরও বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পরে পোল্ট্রি ফার্মের মেইন সুইস বন্ধ করে নিহত ইমাদুলকে উদ্ধার করা হয়। ইমাদুলের দুইটি সন্তান রয়েছে। পরিবারে একমাত্র কর্মক্ষম ইমাদুলের অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও দুইটি সন্তান অসহায় হয়ে পড়েছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর

ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২ জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে

মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন বাবা।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর

চোরচক্রের আরেক সদস্য রফিকুল আটক

আলমডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর আন্তজেলা শ্যালোমেশিনের মোটর চোরচক্রের আরেক সক্রিয় সদস্য রফিকুলকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিনগত রাতে বড় বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক রফিকুল ইসলাম আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড় বোয়ালিয়া গ্রামের ফটিক মন্ডলের ছেলে। রফিকুল আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের একজন সক্রিয় সদস্য।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা থানার এসআই সিদ্ধার্থ জানান, হারদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মাঠ থেকে হঠাৎ করে শ্যালোমেশিনের মোটর চুরির হিড়িক পড়ে যায়। কেশবপুরের মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরির সময় আন্তজেলা চোরচক্রের দুইজনকে আটক করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে রফিকুলের জড়িত থাকার কথা জানা যায়।

জানা গেছে, গত ৩০ জুন রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী দুইজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আটক দুইজন হল কুষ্টিয়ার খোকসার আব্দুল মান্নানের ছেলে ইমরুল ও কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে সেলিম। পুলিশ এই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে স্থানীয় চোরও মোটর চুরির সাথে জড়িত রয়েছে।

দর্শনা থেকে ২৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার জয়নগর মাঠে অভিযান চালিয়ে ৩৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে দর্শনা বিওপির টহল কমান্ডার নায়েক মো: আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের মুল্য আনুমানিক ১৪ হাজার টাকা। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জমা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দ্বিতীয় বিয়ে করায় ছেলে-মেয়েদের হাতে মার খেল পিতা

বিয়ের ৪০ বছর পর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার ঘটনায় ছেলে-মেয়েদের হাতে পিতার মার খাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার (৪ জুলাই) দুপুরে বক্সিপুর গ্রামে ওই ঘটনা ঘটে।

মারপিটের শিকার আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল জানান, প্রায় ৪০ বছর আগে উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনের সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের সংসারে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে।

তারা সবাই বড় হয়ে গেছে। কিন্ত স্ত্রী সাজেদা খাতুনের সাথে তার বনিবনা না হওয়ায় তাকে তালাক দিয়ে পারুলা খাতুনকে বিয়ে করি। এ নিয়ে ছেলে-মেয়েদের সাথে তার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না।

গতকাল দুপুরে মনিয়া মন্ডল বাড়ি থেকে বের হলে তার ছেলে রইছ, শাহীন, মেয়ে পারভিনা ও নাতিছেলে রনি তাকে বেদম মারপিঠ করে।

লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাকে মারাত্মক আহত করে। বাধা দিতে এলে দ্বিতীয় স্ত্রী পারুলা খাতুনকেও মারপিঠ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় গাঁজার গাছসহ গাঁজা চাষী আটক

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর বাড়াদি গ্রাম থেকে ৭ ফুট উচ্চতার ৬ টি গাঁজার গাছসহ নুর আলী নামের এক গাঁজা চাষিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (৪ জুলাই) নুর আলীকে তার বাড়ি থেকে আটক কার হয়।

নুর আলী আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর বাড়াদি গ্রামের ফজলেক আলী মন্ডলের ছেলে। তার নামে থানায় মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

থানার এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আটক নুর আলী তার জমিতে অন্য ফসলের আড়ালে গাঁজার চাষ করে আসছিল। খবর পেয়ে তার জমিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় ৬ টি ৭ ফুট উচ্চতার গাঁজার গাছসহ নুর আলীকে আটক কার হয়। তার নামে মামলা দায়ের হয়েছে।

নাটুদাহ চন্দ্রবাসের সাংবাদিক সালামকে নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের বছিরের ছেলে সাংবাদিক সালামকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে একই গ্রামের সুরাতের ছেলে আশাদুল।

সালাম জানান, সে ও তার ভাই মিলে ৬ শতক জমির উপর বসবাস করে আসছে।সেখানে তাদের কে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে আশাদুল।সে নানান সময়ে নানান ভাবে তাকে হুমকি ধামকিও অব্যাহত রেখেছে।

সালাম আরো জানান তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। যে কোন সময় আশাদুল তার বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় আশাদুলের বিরুদ্ধে জিডির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ দু’জন আটক

অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের একটি বাসা থেকে একনারী সহ কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে বে-রসিক জনতা। পরে তাদেরকে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের দুধসারা চাষাপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে পুলিশ তাদেরকে আটক করে।

পুলিশ জানায়, পৌর শহরের দুধসারা এলাকায় একটি বাসায় অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকায় স্থানীয় জনগণ এক নারীসহ একজনকে পাকড়াও করে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কালিগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে সোহরাব হোসেন (৩২) ও একই উপজেলার কাশিপুর গ্রামের জৈনকের ২০ বছর বয়স্ক মেয়েকে আটক করে।

পুলিশ জানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাারা অসামাজিক কার্যাকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে শনিবার (০৪ জুলাই) কোটচাঁদপুর থানায় নন এফআইআর প্রসিকিউশন নং-১২/২০২০ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ ইং ধারা- ২৯০ পেনাল কোডে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

প্রসঙ্গগত গ্রেফতার হওয়া সোহরাব হোসেন নিজেকে বিভিন্ন পত্রিকা ও অন-লাইনের সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অভিযোগ আছে মাদক সেবনকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে সক্ষতার। এমনকি বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে মাদক সেবন ও বহন করে থাকে।

নাটুদাহ চন্দ্রবাসে জমি নিয়ে মারামারি: মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে জমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা করার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে চন্দ্রবাস গ্রামের ঝন্টুর ওয়ারিশ রফিক, বেল্টু, শফিক, ফারুক, ইখলাস, আরজিনা, রোজিন, শাহিদার কাছে ৪ কাঠা জমি কেনেন চন্দ্রবাস গ্রামের তাহের ও রবিউল।

কিন্তু এ জমিটি ফজলুল হকের ছেলে পল্টুর ইন্ধনে কালাম জোরপূর্বক দখল করে রাখে। গত বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে তাহের ও রবিউল মিলে তাদের টিনের ছাপড়াটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সড়াতে গেলে মওলা ডালনাড়ার ছেলে কালাম, বজলু, নেছা ডালনাড়ার ছেলে আতিয়ার, মতিয়ার, ঝন্টুর ছেলে ফারুক, লাল্টু, ইখলাস ও হাশেম নামের এক ব্যাক্তি এসে মারধর শুরু করলে উভয়পক্ষে মারামারি বেঁধে যায়। মারামারি করে ফিরোজের ছেলে নুরইসলাম, জামলার ছেলে আছমত সহ পল্টু গ্রুপের কয়েকজনও আহত হয়।

এ ঘটনায় পল্টু গ্রুপের লোকজন বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউনুস শেখের ছেলে ইউসুফ, ওম্বরের ছেলে টিক্কা, আয়ুব আলী, ইকতার, হাতেম শেখের ছেলে ফিদু শেখ, ইছাহকের ছেলে তরিকুল,ওয়াজের ছেলে শুকুর আলী, আজিজুলের পিতে সাইফুল, জমাতের ছেলে আমিনুল,আকের আলীর ছেলে বগার নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করে।

এ ঘটনায় ৪ জন আসামিকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ি।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে ও ভুক্তভোগী দুই পরিবার তাদের কেনা প্রাপ্য ৪ কাঠা জমি যেন দখল পাই সেজন্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন

□□□□